২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের
প্রস্তাবিত বাজেটের উপর

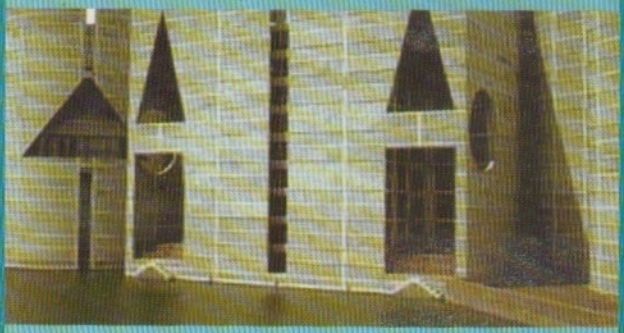

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

ভাষণ

৮ম জাতীয় সংসদের ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত
বাজেটের উপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর
ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

ভাষণ

২৮ শে জুন, ২০০৪

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

২০০৪ - ২০০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর
ভাষণ

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

প্রথম প্রকাশ ঃ
জমা: আউয়াল - ১৪২৫
আষাঢ় - ১৪১১
জুলাই - ২০০৪

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা।

মূল্য ঃ নির্ধারিত পাঁচ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

মাননীয় স্পীকার,

আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মহান সংসদে একটি গণমুখী, গ্রাম-মুখী বাজেট উপস্থাপনের জন্য।

মাননীয় স্পীকার,

আমি হুইপের মাধ্যমে জেনেছিলাম মাগরিবের পরপরই আমাকে বক্তৃতা করতে হবে। এই জন্য নামাজের পর পরই আমি প্রস্তুত ছিলাম। পরে কি করে সিরিয়াল এদিক সেদিক হয়ে গেল, মাননীয় স্পীকার, এটা বুঝতে আমার কষ্ট হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমি একটি দলের প্রধান, আমাকে ও আমার দলকে নিয়ে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। আপনি এই সংসদের গার্ডিয়ান হিসাবে সেই কথাগুলোর উত্তর দেওয়ার সুযোগ আমাকে দেবেন, মাননীয় স্পীকার, এই আশাটা করে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

এই বাজেট অধিবেশনে আওয়ামী লীগের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং যোগদান করেছেন এই জন্য আমি তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সংসদ প্রাণবন্ত হবে এটাই আমরা আশা করি।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

এই সংসদের প্রথম অধিবেশনে যেদিন আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম সেদিন এই গ্যালারী খালি ছিল। আপনাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, আপনি তাদেরকে একটু বেশী সময় দেবেন। আজকে আমি অনুরোধ করতে চাই, এই সংসদকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য আপনি তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেবেন তবে এটা অবশ্যই কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে হতে হবে। কার্যপ্রণালী বিধির বাহিরে আমরা কেউ নই।

মাননীয় স্পীকার, আপনি কার্যপ্রণালী বিধি রহিত করতে পারেন সেটাও একটা বিধির আওতায়।

মাননীয় স্পীকার,

আমি সরকারী দলের সদস্যদের প্রতি একটা আবেদন রাখব। আপনার প্রতিও একটা আবেদন রাখব, মাঝে মধ্যে আমাদের সম্মানিত বিরোধী দলের সদস্যগণ একটু উত্তেজিত হন। এক সময় আপনার দিকেও উত্তেজিত হয়ে ধেয়ে গিয়েছিলেন,এই রকম কিছু ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটলে যেন আমরা বিচলিত না হই, উত্তেজিত না হই। কারণ এক একটা দলের এক একটা বৈশিষ্ট থাকে। সেই বৈশিষ্ট হারিয়ে গেলে জনগণ আবার তাদের পরিচয় পেতে অসুবিধায় পড়বে। আর তাদের এই বৈশিষ্ট আমাদের শক্তির উৎস। বিশেষ করে আমাদের প্রধান শরীক দল বিএনপির শক্তির উৎস। অতএব তাদের এই ধরনের কিছু আচরনের কারণে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখিনা। তাদের এই আচরনের কারণেই জনগণ অতিষ্ট হয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে জোটকে ক্ষমতায় এনেছে।

মাননীয় স্পীকার,

এই বাজেট সংসদে উত্থাপনের আগে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে আলোচনা করেছেন। সবকারী বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি এই

www.pathagar.com

আলাপ-আলেচনার মাধ্যমে যে মতামত তিনি পেয়েছেন তার রিফ্লেকশন এখানে ঘটিয়েছেন। এর পরেও আমি বলতে চাই, গত দুই বছরের বাজেট প্রণয়নে দেখেছি, বাজেট প্রণয়নের আগে কিছু আলোচনা হয়। আবার বাজেট পেশের পরে আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছু সংশোধনও হয়। বাজেট পূর্ব আলোচনার পরিধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। প্রথম বছরের তুলনায় গত বার বেড়েছে, এবার আরো ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এর পরও মাননীয় সংসদ সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আসলে দেশের সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে, শিল্পের স্বার্থে, অর্থমন্ত্রী সেগুলো সংযোজনের চেষ্টা করবেন। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে সেটা আশা করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

এবারের বাজেট একটি অনন্য বাজেট। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে বাজেটের পরিধি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পাঁচ বছর আগে বাজেটের পরিধি ছিল ত্রিশ হাজার কোটি, এখন প্রায় ষাট হাজারে গিয়েছে। এই বাজেট একটি দেশের উন্নতি, অগ্রগতির গতিশীলতার একটি প্রতীক হিসেবে পরিচয় বহন করে।

মাননীয় স্পীকার,

এই বাজেটে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও বাস্তব সম্মত প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

কৃষিখাতসহ শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে। আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার হ্রাস করে করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও

www.pathagar.com

কর আদায়ের পদ্ধতি সহজ করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা, দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করে আয় বৃদ্ধি ও বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে আনার একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন খাতে ১৪৮৪ কোটি টাকার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় স্পীকার,

কর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অনেকে কথা বলেছেন। নতুন কর আরোপ না করে করের পরিধিবৃদ্ধির যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমি এটাকে বাস্তব সম্মত মনে করি।

মাননীয় স্পীকার,

বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির আলোকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঐ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আজকে আমাদের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করা, দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া এটা সময়ের অনিবার্য দাবী। এ কারণে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। পরপর তিনটি বাজেটে আন্তর্জাতিক এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে সেটা আমাদের দেশের জন্য একটা শুভ ইঙ্গিতবহন করে।

মাননীয় স্পীকার,

এই বাজেটকে অনেকে উচ্চাভিলাষী বাজেট বলেছেন। কেউ কেউ প্রতারণা, ধাপ্পাবাজির কথাও বলেছেন, যেটাকে আপনি বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। আবার নির্বাচনী বাজেটের কথাও বলা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, এই নেতিবাচক বক্তব্যের মধ্যে একটি ইতিবাচক স্বীকৃতি লুকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, একটি কথা বা কাজকে উচ্চাভিলাষ কখন বলা হয়? যখন সেটাকে অতিরিক্ত ভাল মনে করা হয়। কারো কারো দৃষ্টিতে বেশী ভাল নাকি ভাল না।

মাননীয় স্পীকার,

এটা কারো কাছে উচ্চাভিলাষী যেমন হতে পারে, তেমনি কারো কাছে বস্তুনিষ্ঠও হতে পারে, কারণ এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার।

মাননীয় স্পীকার,

আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের কাছে এটা উচ্চাভিলাষী মনে হবেই, কারণ পাঁচ বছরে তারা কৃষিতে ভর্তুকী দিয়েছিলেন মাত্র একশ' কোটি টাকা। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে সেটা ছয়গুণ হয়ে গেল এটাকে তো উচ্চাভিলাষী বলতেই হবে। মাননীয় স্পীকার, উনারা যেটা পারেননি, আমরা সেটা পারব না, এটা মনে করার তো কোন কারণ নেই।

মাননীয় স্পীকার,

শিক্ষাখাতে অতীতে বিএনপি সরকার বিভিন্ন থানায়, ইউনিয়নে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করেছিল। উনারা এসে সেটার পরিধি বাড়াতে পারেননি বরং পারহেড ষোল কেজি চাল আট কেজি, চার কেজিতে নেমে এসেছিল। আবার জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা যে অভ্যাস চালু করেছিল সেই অভ্যাসের কারণে চালের পরিবর্তে নগদ টাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গরীব সকল ছাত্রের অভিভাবকদের জন্য একজন সন্তান হলে পারহেড একশত টাকা, একাধিক হলে একশত পঁচিশ টাকা, এভাবে ছয়শত কোটি টাকার যে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে এটা উনারা করতে পারেননি। উনারা যা পারেননি আমরা তা পারব না একথা ঠিক নয়।

মাননীয় স্পীকার,

তাদের আমলে '৭৩ এ নকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আবার '৯৬ তে একই অবস্থা হয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত তিন বছরে

www.pathagar.com

প্রতিটি পরীক্ষা নকল মুক্ত হয়েছে। অতএব যোগ্যতার বিচারে তারা যা পারেননি জোট সরকার তা পারে এটা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নকল মুক্ত পরিবেশের এই ব্যবস্থা করার কারণে গ্রেড-৫ পাওয়ার সংখ্যা এবার আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব জোট সরকার বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সবার জন্য শিক্ষার দ্বার যেমন উন্মোচন করেছে, তেমনি শিক্ষার মান এবং সুশিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করেছে। অতএব নিজকে দিয়ে বিচার করলে চলবে না। এই বাজেট বাস্তব সম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, তিন বছরে আমাদের কাজ কর্ম তা প্রমাণ করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

এখানে প্রথম আলোর একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন **"এক ধাক্কায় বাজেটে সরকার গরীব মানুষের কথা বলতে শুরু করেছেন।"**

মাননীয় স্পীকার,

এই ধাক্কা মনে হয় ৩০ এপ্রিলের ধাক্কা উনারা মিন করেছেন। কিন্তু মানুষে একটা কথা বলে **"ধর্মের কল বাতাসে নড়ে"** আর **"সত্যি গুড় নাকি আঁধার রাতেও মিঠা লাগে।"** এই কথার মধ্যে বাজেটের ব্যাপারে একটি স্বীকৃতি আছে। এই বাজেট গরীবের স্বার্থে একথা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ক্রেডিট নিতে চাচ্ছেন তার ধাক্কায় গরীবের কথা বলা শুরু করা হয়েছে। যদি তাই বুঝানো হয় তাহলে এই বাজেটকে আর যেন গরীব মারার, উচ্চাভিলাষী, ধাপ্পাবাজি, প্রতারণার বাজেট হিসাবে আখ্যায়িত না করেন।

মাননীয় স্পীকার,

এই বাজেটকে নির্বাচনী বাজেটও বলা হয়েছে। কারণ আগামী নির্বাচনকে তারা খুব ভয় পাচ্ছেন। জোট সরকার যেভাবে বিভিন্নখাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড সাফল্যের সাথে চালিয়ে যাচ্ছে, যদি মেয়াদ শেষ পর্যন্ত এভাবে কর্মকান্ড চলতে থাকে তাহলে তারা আগামী নির্বাচনে ভরাডুবির আশঙ্কায় অস্থির। এ

www.pathagar.com

জন্য এই আড়াই বছরের মাথায় এই বাজেটকে নির্বাচনী বাজেট বলে আখ্যায়িত করছেন। একটু ধীরে চলার চেষ্টা করুন, এত তাড়াতাড়ি না। ইনশাআল্লাহ, মেয়াদ শেষে নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচন পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। এত তাড়াতাড়ি নির্বাচন আসবে না। অতএব নির্বাচনী বাজেট নামে অভিহিত করার কোন সুযোগ নেই।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য নাসিম সাহেব একটু আফসোস করেছিলেন, আমাদের অর্থমন্ত্রী দশ দশবার বাজেট দিলেন কিন্তু আমরা কি পেলাম? সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার কোন অর্থমন্ত্রী তো এতবার বাজেট দেননি তার পরেও তো অনেক এগিয়ে গেলেন। তার এই অনুভূতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের অবশ্যই এই অনুভূতি থাকা উচিত। আমরা কেন পিছিয়ে আছি। কিন্তু পিছিয়ে কেন আছি - এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের একটু আত্মসমালোচনা করার অভ্যাস করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার,

আমি স্পষ্ট বলতে চাই '৭২ এ পাইকারীভাবে যদি বেসরকারী মালিকানাধীন ইন্ডাস্ট্রীগুলোকে জাতীয়করণ, রাষ্ট্রীয়করণ করা না হতো, তাহলে অর্থনীতির ময়দানে আমরা এত পিছিয়ে থাকতাম না। এরপরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব আবার অর্থনীতিতে গতি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকে '৮১ সালে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শহীদ করা হয়। তারপর সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সরকার চলছিল। কিন্তু ৮২তে নির্বাচিত একটি সরকারকে সরিয়ে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল করা হয়। দেশকে আবার ব্যাকগিয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা সবাই তখন আন্দোলন করছিলাম। ১৫ দলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, ৭ দলের নেতৃত্বে বিএনপি'র বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন, আমরা মাঝখানে ছিলাম। '৯১-এর পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার পর অর্থনীতিতে গতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু '৯৬তে এসে আবার '৯৭-এর শেয়ার কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে উঠতি ব্যবসায়ীদের কোমর ভেঙ্গে দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল। যদি এটা না হতো তাহলে আজ এই আফসোস আমাদের করতে হতো না, হায়! আমরা কেন সিঙ্গাপুর আর মালয়েশিয়ার মত হতে পারলাম না।

মাননীয় স্পীকার,

শিল্প বন্ধ করার অভিযোগ তোলা হয়। আমি জানতে চাই প্রাইভেটাই-জেশনের প্রক্রিয়া তারা ক্ষমতায় আসার পর কি বন্ধ করেছিলেন? তারাও তো প্রাভেটাইজেশনের প্রক্রিয়া বহাল রেখেছিলেন। '৯৯তে চট্টগ্রামের স্টীলমিল বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বিকল্প কিছু করা হয়নি। জোট সরকার সেখানে 'বেপজা' কে ৭৪ একর জমি দিয়েছে, অল্প দিনের মধ্যে সেখানে দেড়শত শিল্প ইউনিট কায়েম হতে যাচ্ছে। আদমজী জুট মিলের জায়গায় শিল্প পার্কের প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে গার্মেন্টস ওয়েভিং, ডায়িং ফিনিশিং ও প্রিন্টিং এই তিন প্রকারের শিল্পে ৯ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। তারা এটাকে ধাপ্পাবাজি বলে জনগণকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

মাননীয় স্পীকার,

সরকার SME-এর (ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোক্তা) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সহজ শর্তে আড়াইশ কোটি টাকা ঋণদানের বরাদ্দ আছে। এ ছাড়া এর উপর কাজ করার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব বয়োবৃদ্ধ একজন রাজনীতিবিদ। তিনি একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার অধিকারী। তিনি এখন বয়সে এমন পর্যায়ে এসেছেন দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে সকল দলের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দিয়েছেন। তিনি বলে ফেললেন ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা, সিরাজগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার মত একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য অনাকাঙ্খিত।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

তিনি এ কথা বলার আগে জেনে নিয়ে বললে ভাল করতেন। এই রকম কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নেই। ফেঞ্চুগঞ্জে শাহজালাল সার কারখানা হচ্ছে। তার প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্তির পথে। এই সংসদে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের জন্যে একটি সার কারখানার দাবী উঠেছিল। অর্থায়ন সাপেক্ষ ফেঞ্চুগঞ্জেরটা নয়, আরেকটি সার কারখানার ব্যাপারে সরকার সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছে। এটা নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে সস্তা রাজনীতি করার কোন সুযোগ নেই।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। এই দেখার সুবাদে তিনি বলেছেন, "জামায়াত ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার পর বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে।" মাননীয় স্পীকার, আমি সবিনয়ে জানতে চাই তারা ক্ষমতায় থাকতে ক্লিনটন সাহেব যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন তারা তাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন "Politics of Bangladesh democracy versus religious fundamentalism" এটা তাহলে কেন দিয়েছিলেন? এটা তো অফিসিয়াল ডকুমেন্ট। তারা নিজেরা ক্লিনটনকে অবহিত করেছেন "বাংলাদেশে রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজমের" উত্থান ঘটেছে। অতএব পাঁচ বছর পরে এসে আজকে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর এটা হয়েছে। তাহলে আগে যে কথা বলেছেন, সেটা কি তারা প্রত্যাহার করেছেন?

মাননীয় স্পীকার,

এমনিভাবে ক্ষমতায় থাকাবস্থায় বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে দুইটি বই তারা সরবরাহ করেছিলেন। একটি ইংরেজী ভাষায়, আর একটি আরবী ভাষায়। ইংরেজী ভাষায় বইটির নাম ছিল "Terrorism in the name of Islam" আরবী ভাষায় বইটির নাম ছিল "الارهاب باسم الاسلام" এটা অফিসিয়াল ডকুমেন্ট। তারা ক্ষমতায়

www.pathagar.com

থাকাবস্থায় বিশ্বকে বারবার বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই বাংলাদেশে মৌলবাদী ধর্মীয় রাজনীতির উত্থান ঘটেছে। তাদের সময়ে উদিচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় মৌলবাদীদের দায়ী করেছেন। রমনার বটমূলে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার জন্য মৌলবাদীদের দায়ী করেছেন, কমিউনিষ্ট পার্টির জনসভা, নারায়গঞ্জে আওয়ামী লীগের দলীয় অফিসে বোমা হামলার জন্য, গোপালগঞ্জের কোটালী পাড়ায় ৭৬ কেজি বোমার জন্য মৌলবাদীদের দায়ী করেছেন। কিন্তু এন, এস আই; ডিজি, এফ,আই আপনাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। নিয়ন্ত্রণে ছিল এসবি, সিআইডি। ক্ষমতায় থাকাবস্থায় এ সব ঘটনার জট খুলে যাননি কেন? এ সব ঘটনার রহস্য উৎঘাটন করে যাননি কেন? আজকে বলেন, অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিতে। এ জন্য নাকি শিল্পমন্ত্রী দায়ী। যদি মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী এটা বুঝে থাকেন, জেটিতে যাওয়ার রাস্তা শুধু ঐ ফার্টিলাইজার সার কারখানার ভিতর দিয়ে, তাহলে এ অজানার জন্য আমি তো দায়ী না, কিন্তু পটিয়া থেকে এই জেটিতে যাওয়ার জন্য ফ্যাক্টরীর ভিতর দিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। এর পরেও এটা ঐতিহাসিক সত্য, চট্রগ্রাম ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীর সিকিউরিটির লোকজন এটাকে অস্বাভাবিক মনে করে দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে এটা ধরা পড়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

তাদের আমলে যদি এ জাতীয় অভ্যাস থেকে থাকে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীর জেটি দিয়ে অস্ত্র আনার, তাহলে সেই অভ্যাসের ভিত্তিতে এই অনুমান করলে আমার কিছু করার নেই। তাদের আমলে অস্ত্র ধরা পড়েনি, কারণ অস্ত্র চোরাকারবারীর ব্যাপারে তাদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। জোট সরকারের আমলে ধরা পড়েছে, কারণ জোট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। তদন্তে আমাদের দেশের স্বাভাবিক নিয়মে একটু সময় লাগে। আপনারা ৫ বছরে তদন্ত করতে পারেননি। আমাদের মাত্র আড়াই বছর। তাহলে তদন্ত শেষ হয়ে গেছে, চাপা দেয়া হয়েছে এটা মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

আমি ৫ম জাতীয় সংসদে ছিলাম। এই সংসদেও আড়াই বছর চলে গেছে। আমরা কোন দিন মাওলানা মওদূদীর নাম এই পার্লামেন্টে উচ্চারণ করিনি। আমরা ব্যক্তি পূজায় বিশ্বাস করি না। মাওলানা মওদূদীর জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী আমরা উদযাপন করি না। যেহেতু মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রথম দিন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এই নামটি ভিন্নভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। আরেক জন সংসদ সদস্য এই নামটি উচ্চারণ করেছেন। অতএব, আজকে এর উত্তর দেয়া আমি প্রয়োজন মনে করি এবং সুযোগ দেবেন বলে আমি আশা করি।

মাননীয় স্পীকার,

এখানে আহমদিয়াদের ইস্যুতে কথা বলা হয়। আহমদিয়াদের বই যেদিন নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, বিরোধী দলীয় নেত্রীর বিবৃতি আসল তাদের বই কেন বন্ধ করা হলো। বন্ধ করা উচিত মাওলানা মওদূদীর বই। এই কথাটি বলে তিনি আসলে কাদিয়ানীদের পক্ষ নিয়েছেন। হয়তো বা তিনি টের পাননি। তার দলের লোকেরাও এটা মনে করে না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরে কেউ নবী হতে পারে। অতএব, এ কথাটা তিনি বুঝে বলেছেন- না-না বুঝে বলেছেন আমি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা নিতান্তই ধর্মীয় ইস্যু। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী। তারপরে আর কোন নবী আসবে না। কুরআন এটা বলে, হাদীসেও এটা আছে। মুসলিম উম্মাহর সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইসলামে ওলামায়ে-কেরামের মাঝে অনেক বিষয়ে অনেক মত পার্থক্য আছে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই।

মাননীয় স্পীকার,

'৫৩ সালের রায়টের কথা বলা হয়। সেই রায়টে মাওলানা মওদূদীর কোন ইনভলবমেন্ট ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর কোন ইনভলবমেন্ট ছিল না।

www.pathagar.com

তদানীন্তন পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হোতারা সেই সময়ে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলনকে সাবোটাজ করার জন্যে এই দাঙ্গার জন্ম দিয়েছিল। আর ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রবক্তাদেরকে Victimise করার চেষ্টা করেছিল, ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

মাননীয় স্পীকার,

কাদিয়ানি ইস্যুতে আমি আমার কথা কিংবা মাওলানা মওদূদীর কথা বলতে চাইনা। ওআইসির ফেকাহ একাডেমীর একটি সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে পড়ে শুনাতে চাই মাননীয় স্পীকার, ফেকাহ একাডেমীর এই রেজুলেশনে বলা হয়েছে ঃ

The declaration by Mirza Ghulam Ahmad concerning his Prophethood and his claim of inspiration by the Divine Revelation, is an open rejection of the obviously and categorically established religious doctrine concerning the ending of Prophethood with Prophet Muhammad (pbuh) and that there is no revelation after him. Therefore, the said declaration from Mirza Ghulam Ahmad make him, along with all those who accept the same, apostates (Murtad), who have apostatized Islam. As for as the Lahorites are concerned, they too like the Qadianis are apostates (murtad) despite their description of Mirza Ghulam Ahmed as the shadow and incarnation of our prophet Muhammad (pbuh).

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

মাওলানা মওদুদী সর্ম্পকে আমি এটুকু বলতে চাই, তিনি ১৬০ খানির মত বই লিখেছেন। ৬০ টির মত ভাষায় তার বই অনূদিত হয়েছে। তার কোন বই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়নি। তার কোন বই থেকে কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবেন না যে, তিনি সশস্ত্র কিংবা সন্ত্রাসী কোন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী।

তার বই থেকে কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবেন না যে, তিনি বৃটিশের সমর্থক ছিলেন। এমন একটি বাক্যও কেউ দেখাতে পারবে না। তেমনিভাবে মাননীয় স্পীকার, তদানিন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল টু'নেশন থিয়রী। এই টু'নেশন থিয়রীর পক্ষে মাওলানা মওদূদীর লেখা অসংখ্য বই আছে। অতএব এই অভিযোগ তার ব্যাপারে সত্য হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, এর পরে আমি একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের দেশে এখন কাদিয়ানিদের ব্যাপারে যে আন্দোলন চলছে; আপনি জানেন, এই আন্দোলনের কর্মসূচির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কোথাও আমাদের সংশ্লিষ্টতা নেই। কিন্তু এ বিষযে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে আমি যা জানি তা না বলাটা সত্য গোপনের পর্যায়ে যায়। সে জন্য আমাকে বলতেই হবে মাননীয় স্পীকার।

আমি সর্বশেষে যে কথাটি বলতে চাই তাহলো আমাদের মধ্যে কিছুটা হীনমন্যতাবোধ আছে, কিছুটা পরাজিত মনমানসিকতা আছে। পশ্চিমা কিছু মিডিয়ার কারণে অনেক সময় আমরা হীনমন্যতায় ভোগী। মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের দুইটি ঘটনা মহান সংসদে উত্থাপন করতে চাই। মাননীয় স্পীকার, পশ্চিমা জগৎ থেকে আমাদেরকে গণতন্ত্র শিখাতে আসে, আমাদেরকে মৌলিক মানবাধিকার শিখাতে আসে, আমাদেরকে ধর্মীয় সহনশীলতা শিখাতে আসে। তাদের দেশে কতটা সহনশীলতা আছে এর একটা ছোট্ট নমুনা আমি পেশ করতে চাই।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

১৯৬৬ সালে The Evening Standard-এ একটি ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল একজন সিঙ্গার গ্রুপের নেতার। তার গ্রুপের নাম হলো "বিটলস" বলা হয়েছিল, "বিটলস আর বিগার দ্যান জিসাস ক্রাইস্ট।" এই কারণে তাদেরকে পশ্চিমা জগৎ বয়কট করেছিল। মাননীয় স্পীকার, এরপর তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার,

১৯৯৩ সালে একজন ডেভিড কোরেশ নিজেকে 'জিসাস ক্রাইস' বলে দাবী করেছিল। তাকে তার সঙ্গীদেরসহ আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের মুসলমানদের দেশে এমন কোন নজীর নাই মাননীয় স্পীকার। অতএব, আমরা যেন হীনমন্যতায় না ভোগী। আমরা যেন পশ্চিমাদের প্রচারণায় পড়ে আমাদের আত্মপরিচয় না ভুলি। আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে পশ্চিমাদের নিকট থেকে আমদের শেখার কিছু নেই।

মাননীয় স্পীকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ॥

---

www.pathagar.com